কোটচাঁদপুরে ঈমাম ও স্থানীয় ব্যাক্তিদের সাথে জেলা প্রশাসকের মতবিনিময় সভা

ঈমাম ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মঙ্গলবার ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রট এস এম রফিকুল ইসলাম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে।

অনুষ্ঠানে,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি, কোটচাঁদপুর পৌরসভার সহিদুজ্জামান (সেলিম), ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন,পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) জগন্নাথ চন্দ্র।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, দোড়ার আবদুল জলিল, সাবদারপুর ইউনিয়নের আব্দুল মান্নান,কুশনার শাহারুজ্জামান (সবুজ),সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, সুব্রত কুমার, আব্দুল বাঁশার।

সভায় বক্তব্য রাখেন,ঈমামদের পক্ষে নুরনবী আশিকী,সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার। বক্তাদের বক্তব্যে জোরালে ভাবে উঠে আসে,বাল্য বিবাহ,আত্মহত্যা ও পৌর শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি। যা পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ছে।

শৈলকুপাতে ট্রাকের চাপায় প্রাণ

গেল প্রতিবন্ধী ভ্যানচালকের

ঝিনাইদহের শৈলকুপাতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধী এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল ৪ ঘটিকায় উপজেলার শেখপাড়া বাজারের কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির নাম পারভেজ (১৮)। তিনি কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার শান্তিডাঙ্গা গ্রামের রিয়াজ মন্ডলের ছেলে।

এ ঘটনায় ভ্যানে থাকা আরও একজন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহত ওই যাত্রীকে চিকিৎসা জন্য শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করে একটি বাস বেপরোয়া গতিতে আসলে ভ্যানচালক ভ্যান সাইড করতে গেলে ট্রাকটি তাকে চাপা দেয়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ হাইওয়ে পুলিশের ওসি মিজানুর রহমান বলেন, ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। আমরা লাশ উদ্ধার করেছি।

ঝিনাইদহের ৪টি আসনে ২৬ জন প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি আসনে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতীক বরাদ্দ পেয়েই প্রচারণায় নেমে পড়েছে প্রার্থী ও তার সমর্থকরা।

আজ সোমবার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা এসএম রফিকুল

ইসলাম প্রার্থীদের উপস্থিতিতে এ প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন করেন এবং নির্বাচনী বিধি মেনে চলার জন্য প্রার্থীদের বিভিন্ন রকম নির্দেশনা দেন। তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মুল প্রতিন্দন্দ্বীতায় থাকছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। বিএনপি-জামায়াতের কোন সতন্ত্র প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মাঠে থাকছেন। প্রতিটি আসনের অন্য দলের প্রার্থীরা থাকলেও নির্বাচনী মাঠে তাদের তেমন কোন তৎপরতা নেই। ফলে তাদের জয়ী হওয়ার সম্ভবনাও নেই।

ঝিনাইদহ-১ আসনঃ প্রতিন্দন্দ্বীতায় নেমেছেন ৬জন প্রার্থী। এদের মধ্যে মুল প্রতিন্দন্দ্বীতায় থাকছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত ও বর্তমান সংসদ সদস্য আব্দুল হাই (নৌকা) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম দুলাল (ট্রাক প্রতীক)। এই আসনে অন্য প্রার্থীরা হলেন জাতীয় পার্টির মনিকা আলম (লাঙ্গল প্রতীক), ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আনিচুর রহমান(আম প্রতীক),তৃণমূল বিএনপির কে.এ জাহাঙ্গীর মাজমাদার (সোনালী আাঁশ প্রতীক) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মুনিয়া আফরিন (ফুলকপি প্রতীক)।

ঝিনাইদহ-২ আসনঃ প্রতিন্দন্দ্বীতায় নেমেছেন ১১জন প্রার্থী। এদের মধ্যে মুল প্রতিন্দন্দ্বীতায় থাকছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য তাহ্জীব আলম সিদ্দিকী সমি (নৌকা),স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল (ঈগল প্রতীক)। এই আসনে অন্য প্রার্থীরা হলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মেজর (অবঃ) মাহফুজুর রহমান (লাঙ্গল), ন্যাপের প্রার্থী অধ্যক্ষ খোন্দকার হাফিজ ফারুক (কুঁড়েঘর) জাসদের ফজলুল কবির (মশাল),তৃনমুল বিএনপির জামরুল ইসলাম (সোনালী আাঁশ), ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মিজানুর রহমান মিজু (আম), বাংলাদেশ কল্যান পার্টির আব্দুল হান্নান খাঁ (হাতঘড়ি) ও বাংলাদেশ কংগ্রেস নাসির উদ্দিন (ডাব), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের শরীফ মোহাম্মদ বদরুল হায়দার(ছড়ি প্রতীক), বাংলাদেশ সুপ্রিম পাটি (বিএসপি) নজরুল ইসলাম (একতারা প্রতীক)।

ঝিনাইদহ-৩ আসনঃ প্রতিন্দন্দ্বীতায় নেমেছেন ৪জন প্রার্থী। এই আসনের অন্য আসনেগুলোর থেকে ভিন্ন। মুল প্রতিন্দন্দ্বীতায় থাকছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মেজর জেনারেল (অবঃ) সালাউদ্দিন মিয়াজী, স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল (ট্রাক প্রতীক) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার

নবী নেওয়াজ (ঈগল প্রতীক)। এই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুর রহমান (লাঙ্গল প্রতীক)।

ঝিনাইদহ-৪ আসনঃ প্রতিন্দন্দ্বীতায় নেমেছেন ৫জন প্রার্থী। এদের মধ্যে মুল প্রতিন্দন্দ্বীতায় থাকছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত বর্তমান সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার (নৌকা),স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ খোকন (ট্রাক)। এই আসনে অন্য প্রার্থীরা হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ছানা (ঈগল), জাতীয় পার্টির ইমদাদুল ইসলাম বাচ্চু (লাঙ্গল) ও তৃনমুল বিএনপির সাবেক এমপি নুর উদ্দিন আহমেদ (সোনালী আঁশ প্রতীক)।

উল্লেখ্য: ঝিনাইদহের ৪টি আসনে বৈধ ২৯জনের প্রার্থীর মধ্যে ৩জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে। তারা হলেন-ঝিনাইদহ-২ আসনের জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইদুল করিম মিন্টু। ঝিানইদহ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিছুর রহমান টিপু,জাকের পার্টির বাবুল হোসেন। ঝিনাইদহের ৪টি আসনে নির্বাচনে প্রতিন্দ্বন্দীতা করার জন্য ২৬ জন প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছে।

শৈলকুপায় ইউপি সদস্য রিপন হত্যা মামলার ৫ আসামী রিমান্ডে

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য রিপন হত্যা মামলার ৫ আসামীকে ১ দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত।

আজ সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) ঝিনাইদহের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪র্থ আদালতের বিচারক ওয়াজেদুর রহমান এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদ করলে আদালত ১ দিনের মঞ্জুর করে। আসামী জুমারত, আশরাফুল, নায়েব আলী, মিঠু বিশ^◌াস ও মোক্তার হোসেন কারাগারে ছিলো। এর মধ্যে ৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে আর বাকী ২ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

গত ১৬ অক্টোবর রাতে শৈলকুপা উপজেলা শহর থেকে ফেরার পথে আবাইপুর

ইউনিয়নের মীনগ্রাম মাঠের মধ্যে পৌঁছালে প্রতিপক্ষ আবাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাসের সমর্থকরা তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই আহসানুল কবির বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় ৩২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে শিশুদের নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রকোপ, হাসপাতালে ভর্তি

ঝিনাইদহে বেড়েছে শিশুদের নিউমোনিয়া, জ্বরসহ শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রকোপ। প্রতিদিন সদর হাসপাতালে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন শিশু ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতালে শয্যা আর জনবল সংকটে বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। হাসপাতালের কক্ষগুলোর মেঝে ও বারান্দায় রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে শিশুদের। প্রতিদিন নতুন করে শিশু ভর্তি হওয়ায় দিন দিন জায়গার সমস্যা বেড়েই চলেছে। হাসপাতালে যত শিশু রোগী ভর্তি আছে তার বেশিরভাগই নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। ৪০ শয্যার বিপরিতে চারগুন বেশী রোগী ভর্তি থাকায় স্বল্প জনবলে চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের।

গত অক্টোবর মাস থেকে শিশু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন হাসপাতালে নতুন করে ৪০ থেকে ৫০ জন শিশু ভর্তি হচ্ছে। বেশিরভাগ শিশু রোগীর ৭০ ভাগই নিউমোনিয়া, জ¦রসহ শ^◌াসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত। এমন সমস্যায় আক্রান্ত শুধু সদর হাসপাতালাই নয়, সরকারি শিশু হাসপাতালসহ স্থানীয় প্রাইভেট হাসপাতাল গুলোতেও বেড়েছে এ রোগীর সংখ্যা।

হাটগোপালপুর এলাকার মশিয়ার রহমান জানান, আমার সন্তানকে হাসপাতালে আনলে দেখি রোগী রাখার কোন বেড খালী নেই। তাই কোন উপায়ন্ত না পেয়ে অবশেষে হাসপাতালের মেঝেতে রেখে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে।

সুফিয়া নামের এক নার্স জানান, হাসপাতালে কম সংখ্যক জনবল নিয়ে এত রোগীর চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। তারপরও সাধ্যমত চেষ্টা করছি সকল রোগীর চিকিৎসা দিতে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কনসালট্যান্ট (শিশু ওয়ার্ড) ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জানান, শিশুকে ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে অভিভাবকদের সচেতনতার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্য মতে, ২৫০ শয্যার হাসপাতালে বর্তমানে শিশু ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি রয়েছে ১৪০ জন। গত এক মাসে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিউমোনিয়ার সাথে অন্যান্য সমস্যায় ২ টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মাত্র একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা।

কোটচাঁদপুরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন প্রস্তুতি সম্পন্ন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন,উপজেলা প্রশাসন। আজ শুক্রবার বিকেলে শেষ সময়ের প্রস্তুতি দেখতে কোটচাঁদপুর পাইলট বিদ্যালয় মাঠে আসেন সংশ্লিষ্টরা। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বললেন নির্বাহী কর্মকর্তা।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও কোটচাঁদপুরে উৎসব মুখর পরিবেশে উৎযাপিত হতে যাচ্ছে, মহান বিজয় দিবস।

আজ শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে চলছিল দিবসটি পালনের শেষ সময়ের প্রস্তুতি। আর এ সব দেখতে মাঠে

আসেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাকী সালাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম,আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা শিহাব উদ্দিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন,উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়,কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ওই সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীরা।

এ সময় কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে চলছিল কুচকাওয়াজ। কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহন করেন,কোটচাঁদপুর থানা। যার নেতৃত্ব দেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক,আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহন করেন,আনসার সদস্যরা,এরশাদ আলীর নেতৃত্বে ফায়ার ডিফেন্স। এ ছাড়া কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহন করেন,কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়,কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র /ছাত্রীরা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত সক্ষমতা রয়েছে আমাদের। আর এ সব বিষয় নিয়ে কোন থিয়েট মনে করছি না।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মহান বিজয় দিবস উদযাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এরপরও কুচকাওয়াজের শেষ সময়ের প্রস্তুতি দেখতে এসেছিলাম মাঠে। আইন শৃংখলা নিয়ে কোন কিছু ভাবছেন কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তেমন কোন সমস্যা নাই।

ঝিনাইদহে নৌকার ৩ প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের মনোনীত ৩ সংসদ সদস্য প্রার্থীকে শোকজ করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

“বিদায় স্টোর” ঝিনাইদহের এক ব্যতিক্রমী দোকান

স্বজনের জন্য খুশি মনে নয় হৃদয়ে রক্তক্ষরন নিয়ে কেনাকাটা করা হয় এই দোকানে। প্রতিটি মানুষের জন্য একবারই বাজার হয় যে দোকানের নাম তার বিদায় স্টোর। যেখানে বিক্রয় করা হয় আতর, গোলাপজল, আগরবাতি, সুরমা, কাফনের কাপড়, চাটায় ও বাঁশ। এমনই এক ব্যতিক্রমি দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঝিনাইদহ শহরের গোরস্থানের পাশে।

ঝিনাইদহ শহরের পৌর গোরস্থানে পাশে অবস্থিত দোকান, যার নাম বিদায় স্টোর। প্রতিদিনই কেউ না কেউ স্বজনের শেষ বিদায়ের পোশাকসহ বিভিন্ন উপকরণ কিনতে আসে এই দোকানে। প্রতিটি মানুষের জন্য এই দোকানে একবারই বাজার করতে আসে তার স্বজনরা। যে পোশাক কেনা হয় তার একটি মাত্রই রং হয় সাদা। যাচাই করা হয় না কতটুকু টেকশই কিংবা কতটা দামি। শেষ বিদায়ের পোশাকের সাথে কেনা হয় বিভিন্ন উপকরণ যা কিনতে কেউই করে না দামাদামি। সেই সাথে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যেও হয় না কোন দামাদামি। ক্রেতারা নিজের ইচ্ছামত পণ্যের যে মূল্য দেন তা নিয়েই খুশি বিক্রেতা। এমনকি স্বজনের শেষ বিদায়ের বাজার করতে কারও কাছে যদি টাকা না থাকে তবুও বিক্রেতা খুশি মনে এমনিতেই দিয়ে থাকে পণ্য। এমন দোকান করতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করেন দোকানী। সারা জীবন এমন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান বিদায় স্টোরের স্বত্ত্বাধীকারী।

ঝিনাইদহ বিদায় স্টোরের স্বত্ত্বাধীকারী শহীদ হোসেন জানান, মানুষের শেষ বিদায় ক্ষনে কিছু করতে পেরে নিজের মনের কাছে তৃপ্তি পান দোকানদার।

শহরের মজনু মিয়ার স্বজন মশিয়ার রহমান জানান, হঠাৎ আমার আত্মিয় মজনু মিয়ার মৃত্যু হলে আমি বিদায় স্টোর থেকে কাফনের কাপুড়ের সাথে বিভিন্ন উপকরণ কিনেছিলাম। তাতে করে আমার অনেক সাশ্রয় হয়েছে। এখানে কমদামে মেলে সকল উপকরণ।

১২ বছর ধরে গোরস্থানের পরিচর্যার কাছে নিয়োজিত দোকানী শহীদ। চাটায় ও বাঁশ নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করে থাকেন। তবে কেউ অপারগ

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় পালিত হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১৪ডিসেম্বর) সকালে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধ-নমিত করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সেসময় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এমপিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

একই সময়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা।

অপরদিকে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগসহ নানা সংগঠন শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও আলোচনা সভা, দোয়া মাফফিলসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে দিবসটি।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ৩ দিন ব্যাপী ৫৮তম আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে সমাপনী দিনে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ী ক্যাডেটদের হাতে পুরুষ্কার তুলে দেন বাংলাদেশ সেনাবহিনীর ইঞ্চিনিয়ারিং ইন চিপ মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান, এ্যাডজুটেন্ট মেজর মোঃ মাঈনুল হোসেন, মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন মোহাইমেনুল ইসলাম মাহমুদ।

এছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের অভিভাবক শিক্ষকমন্ডলী ও অতিথিগন উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটরা ৩৩টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে বদর হাউজ চ্যাম্পিয়ান ও খায়বার হাউজ রানার্সআপ হয়।

প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস ক্যাডেটবৃন্দের লেখাপড়া শেষ করে দেশপ্রেম এবং সততার সাথে দেশ ও জাতির কল্যানে নিজেদেরকে আত্ননিয়োগ করতে আহ্বান জানান।